জীবননগরে বিএনপি নেতাদের জড়িয়ে ফেইসবুক ও সোশ্যাল মিডিয়ায় মিথ্যা অপপ্রচার এবং গুজবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সাংবাদিক সম্মেলন

চুয়াডাঙ্গা জীবননগরে বিএনপি নেতাদের জড়িয়ে ফেইসবুক ও সোশ্যাল মিডিয়ায় মিথ্যা অপপ্রচার এবং গুজবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সংবাদ সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০ টার সময় জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়ন বিএনপি’র আয়োজনে বন্দর মাঠে এ প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সীমান্ত ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি আব্দুল গনির সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সভা ও সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক শাজাহান আলী, উপজেলা বিএনপি’র যুগ্ন সাধারন সম্পাদক ও উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মঈন উদ্দিন ময়েন, সীমান্ত ইউনিয়ন বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক বদর উদ্দিন বাদল, সাংগঠনিক সম্পাদক আইয়ুব আলী,দুই নাম্বার ওয়ার্ড বিএনপি’র সাধারন সম্পাদক সাইফুল ইসলাম সহ উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের বিএনপি নেতা কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রতিবাদ সভায় বক্তারা বলেন, বিএনপি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ এবং জনপ্রিয় দল। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে বিএনপি ভালো অবস্থানে রয়েছে। বিএনপির এই ভালো অবস্থান ও দলের সুনাম নষ্ট করার জন্য দলীয় নেতা-কর্মীদের নিয়ে ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মিথ্যা অপপ্রচার ও গুজব ছড়ানো হচ্ছে। এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে সীমান্ত ইউনিয়ন বিএনপি।

তারা আরো বলেন, সম্প্রতি গোয়ালপাড়ার ৫ জনকে অপহরণ নিয়ে ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মিথ্যা অপপ্রচার ও গুজব ছড়ানো হচ্ছে। তবে আপনারা লক্ষ্য করবেন, উদ্ধার হওয়ার পর সাধারণ কৃষক স্বপন আলীসহ আরও দুজন জানিয়েছেন, তাদের অপহরনের সঙ্গে আব্দুল মজিদ, শাহিন, সাইফুল, রুহুল ও লালন, যারা অপহরন করেছে তারা সবাই যশোর এলাকার ভারতীয় স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের লোক।

জীবননগরের আর কেউ অপহরনের সঙ্গে ছিল না। একই কথা জানিয়েছে তাদের পরিবারের সদস্যরা। তারপরও জীবননগর উপজেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মঈন উদ্দীন ময়েনসহ বিএনপি নেতাদের নিয়ে ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মিথ্যা অপপ্রচার ও গুজব ছড়ানো হচ্ছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

আপনারা অপহরণ হওয়া ব্যক্তি ও পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বললে জানতে পারবেন, মঈন উদ্দীন ময়েন অপহরনের ঘটনার ২-৩ দিন পর অপহৃত একজনের আত্মীর মাধ্যমে বিষয়টি জানতে পারেন। পরে তাদের অনুরোধে গোয়ালপাড়া গ্রামে যান। পরে আব্দুল মজিদসহ অপহরনকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের ছাড়ানোর চেষ্টা করেন। তবে বিষয়টি সমাধান করতে না পারায় তিনি প্রশাসনের দারস্ত হওয়ার জন্য বলেন। এ ঘটনার সঙ্গে এর বাইরে তার কোনো সম্পৃক্তাতা নেই। তিনি উপকার করতে গিয়ে নানা মিথ্যা অপবাদের শিকার হচ্ছেন। আমরা এই মিথ্যা অপপ্রচার ও গুজবের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমরা সাংবাদিকের বিষয়টি আরও তদন্ত করার আহ্বান জানাচ্ছি।

চুয়াডাঙ্গায়

ইসলামী ছাত্রশিবিরের দায়িত্বশীল সমাবেশ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের দায়িত্বশীল সমাবেশে জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী জেলা আমীর মো: রুহুল আমিন বলেছেন, ইসলামী ছাত্রশিবিরের দিকে চেয়ে আছে বঞ্চিত মানুষরা।

আজ শুক্রবার বেলা ১১ টায় দর্শনা রিসোর্টে ইসলামী ছাত্রশিবিরের চুয়াডাঙ্গা-২ আসন আয়োজিত জেলা দায়িত্বশীল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সভাপতিত্ব করেন, জেলা সভাপতি সাগর আহমেদ।

ইসলামী ছাত্রশিবিরের জেলা সেক্রেটারি হাফেজ আমিরুল ইসলামের

পরিচালনায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিবিরের দায়িত্বশীল সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, ছাত্রশিবিরকেই দেশের সাধারণ ছাত্রসমাজের দায়িত্ব নিতে হবে। ক্যাম্পাসে মেধার স্বাক্ষর রাখতে হবে। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দাড়িপাল্লার পক্ষে ছাত্রসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। মাদকের ভয়াল ছোবল থেকে ছাত্রদের বাঁচাতে হবে। জামায়াতে ইসলামী সরকার গঠন করলে সমাজ থেকে মাদকের মুলৎপাটন করা হবে। মাদক ব্যবসায়ীদেরকে আইনের আওতায় এনে শাস্তির মুখোমুখি করা হবে। তিনি আরো বলেন, ৭১ সালের পর হতে আজ অবধি রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় এক শ্রেণীর দেশ বিরোধী চক্র মাদকের ব্যবসা চালিয়ে এসেছে। তিনি আরও বলেন, আর মাদকের ব্যবসা করতে দেয়া হবেনা।

সমাবেশে বিশেষ অতিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জাময়াতের জেলা নায়েবে আমীর মাওলানা আজিজুর রহমান জেলা সেক্রেটারি আসাদুজ্জামান, সাবেক সভাপতি মহসিন এমদাদুল্লাহ জামেন। আরো উপস্থিত ছিলেন, সদস্য সচিব মোঃ পারভেজ আলম, প্রচার সম্পাদক মোঃ আব্দুর রহিম, দামুড়দা থানা সভাপতি আল ফাহাদ সবুজ হোসেন, দর্শনা সভাপতি মোঃ লোকমান হোসেন জীবননগর থানা সভাপতি মোহাম্মদ রাসেল হোসেন, জীবননগর পৌর সভাপতি মোঃ আকিমুল ইসলাম, হাসাদা সাংগঠনিক থানা সভাপতি মোঃ আমির হামজা সহ বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের ইউনিয়ন পর্যায়ের বিভিন্ন দায়িত্বশীলবৃন্দ ।

আলমডাঙ্গায় চুরি হওয়া পাওয়ারটিলার উদ্ধার, গ্রেফতার ১

আলমডাঙ্গা উপজেলার বাঁচামারী গ্রামের বড়জোলা মাঠ থেকে চুরি যাওয়া একটি পাওয়ারটিলার উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় জড়িত লাল্টু মিয়া (৩৬) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত সোমবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে বাঁচামারী গ্রামের মৃত জালাল উদ্দিনের ছেলে হেলাল উদ্দিন (২১)

নিজের পাওয়ারটিলার দিয়ে বড়জোলা মাঠে জমি চাষ শেষে তা সৌরবিদ্যুতের চালের নিচে বেগুন গাছের খড়ি দিয়ে ঢেকে রেখে বাড়িতে ফেরেন। পরদিন ভোরে মাঠে গিয়ে তিনি দেখতে পান, তার পাওয়ারটিলারটি চুরি হয়ে গেছে।

পরে বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজির পরও না পেয়ে হেলাল উদ্দিন আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের পর আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে একই গ্রামের মৃত ভুট্টা মিয়ার ছেলে লাল্টু মিয়াকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত লাল্টুকে গতকাল বৃহস্পতিবার আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মুহাম্মদ মাসুদুর রহমান। তিনি বলেন, অভিযান চালিয়ে চুরি হওয়া পাওয়ারটিলারটি উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

দামুড়হুদায় ছাত্র-ছাত্রীদের সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় “তারুণ্যের উৎসব ২০২৫” উদযাপন উপলক্ষে ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসূচি ২০২৫-২৬ এর আওতায় (অনুর্ধ্ব-
১৫) ছাত্র-ছাত্রীদের সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

“এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই” এই স্লোগানকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় জেলা ক্রীড়া অফিসের আয়োজনে উপজেলার কেশবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন পুকুরে এই সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলার দামুড়হুদা সরকারি পাইলট হাইস্কুল, গোবিন্দহুদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দামুড়হুদা পাইলট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, জুড়ানপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মেমনগর বিডি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও দামুড়হুদা ডিএস দাখিল মাদরাসার ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা ক ও খ

গ্রুপে বিভক্ত হয়ে চিত সাঁতার, মুক্ত সাঁতার, বুক সাঁতার ও প্রজাপতি সাঁতার এই চারটি ক্যাটাগরিতে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।
প্রত্যেক ক্যাটাগরিতে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অর্জনকারীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

জেলা ক্রীড়া অফিসার সেলিম রেজার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তিথি মিত্র।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জিয়াউল হক, গোবিন্দহুদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ইকবাল হোসেন।

সাঁতার প্রশিক্ষক আশরাফুল আলমের পরিচালনা ও সার্বিক ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন শারীরিক শিক্ষক সৈয়দ মাসুদুর রহমান, আব্দুল খালেক, সিদ্দিকুর রহমানসহ সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীরা।

আলমডাঙ্গায় ছেলের দাফনের ১২ ঘণ্টার মাথায় মায়ের মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় ছেলের জানাজার ১২ ঘন্টা পর মায়ের মৃত্যু।পরিবারে শোকের ছায়া। বাদ আছর দারুস সালাম ঈদগাহ মাঠে নামাজের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রাত ৯ টার সময় আলমডাঙ্গার বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী মরহুম আব্দুল মান্নান মিয়ার মেজো ছেলে তোফাজ্জেল হোসেন তোতার নামাজের জানাজা শেষে দাফন সম্পন্ন হয়েছিলো। তোতা মিয়া দুরারোগ্য ব্যাধি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে আমেরিকার মাউন্ট সাইনাস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ৩১ অক্টোবর শুক্রবার মৃত্যু বরন করেন। গত মঙ্গলবার আমেরিকার নিউইয়র্ক থেকে সন্ধ্যায় আলমডাঙ্গায় প্রথমে নিজ বাড়ীতে লাশ নিয়ে আসলে তার আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশীগণ একনজর দেখতে ছুটে আসে। এ সময় তার মাতা অসুস্থ ছিলেন। সন্তানের শোকে স্তদ্ধ হয়ে যান।

এশার নামাজের পর দারুসসালাম ঈদগাঁহ মাঠে তোতার নামাজের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। সন্তানের মৃত্যুর ১২ ঘন্টা পার না হতেই মাতা হাজী ফজিলাতুন্নেছা (৮৯) ইন্তেকাল করেন (ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)। মৃত্যু কালে ২ছেলে, ২মেয়ে, নাতী-নাতনি, আত্মীয় স্বজনসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। গতকাল বাদ আছর আলমডাঙ্গা দারুস সালাম ঈদগাহ মাঠে জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। জানাজা শেষে দারুসসালাম কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

জানাজায় উপস্থিত ছিলেন, আলহাজ্ব আহমেদ আলী, আলহাজ্ব মোফাজ্জল হোসেন, আলহাজ্ব আব্দুর রহমান, আলহাজ্ব হারুনার রশিদ, সাবেক এডিশনাল আইজিপি আলহাজ্ব শহিদুল ইসলাম, আবুল কালাম আজাদ বেল্টু,ব্যাংকার আনছার আলী, রাজাবুল ইসলাম, আলহাজ্ব সিরাজুল ইসলাম,ৎআলহাজ্ব মীর শফিকুল ইসলাম, সাংবাদিক হামিদুল ইসলাম আজম, জগলুল ইসলাম টপি, সরকারি স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ইলিয়াস হোসেন, বনিক সমিতির সভাপতি আরেফিন মিয়া মিলন, সাধারণ সম্পাদক খন্দকার আব্দুল্লাহ আল মামুন, আলহাজ্ব হারুনর রশীদ, আলহাজ্ব মুছা মিয়া, ফাস্টক্যাপিটাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারি অধ্যাপক আব্দুল মজিদ, মোহনা বন্ধু সমিতির সদস্য শামসুজ্জোহা সাবু, আলহাজ্ব ডা আজিজুল হক সোমা, জামাল হোসেন, আব্দুল খালেক, ব্যাংকার মানোয়ার হোসেন, মাহমুদুল কাউনাইন, সহ বন্ধু সমিতির সকল সদস্য। সাবেক চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান, হাজী আব্দুল খালেক, হাজী জনিরুদ্দিন, হাজী শফিউদ্দিন, আলী আকবর আকু, সহকারি অধ্যাপক আবু সাইদ কচি, মহিলা কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ সালাউদ্দিন আহমেদ, সহকারি অধ্যাপক মিজানুর রহমান, সহকারি অধ্যাপক আসিফ জাহান, নজরুল ইসলাম, সাবেক কাউন্সিলর সিরাজুল ইসলাম, সাবেক প্রধান শিক্ষক আমিনুল ইসলাম প্রমুখ। দোয়া পরিচালনা করেন, আলমডাঙ্গা কাচারি মসজিদের ইমাম মওলানা আলহাজ্ব আব্দুল কাদের।

আলমডাঙ্গায় মাহফিলে আমির

হামজার মন্তব্যে তুমুল বিতর্ক, ভিডিও ধারণে বাধা

আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি ইউনিয়নের ফরিদপুর গ্রামে অনুষ্ঠিত তিন দিনব্যাপী ৪১তম তাফসীরুল কুরআন মাহফিলে মুফতি আমির হামজার আপত্তিকর বক্তব্যে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। সাংবাদিক (মিডিয়া) নিষিদ্ধের ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে স্থানীয়ভাবে।

গত সোমবার রাতে মাহফিলের শেষ দিন মঞ্চে প্রধান তাফসিরকার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী মুফতি আমীর হামজা। তাঁর তাফসিরের বিষয় ছিল সূরা তওবার ১১১ নম্বর আয়াত।

তবে ওইদিন রাত ৯টার দিকে মাহফিলস্থলে সাংবাদিক ও স্থানীয় মিডিয়া প্রতিনিধিরা উপস্থিত হলে মাইকে ঘোষণা দিয়ে জানানো হয়, কেউ মোবাইল বা ক্যামেরায় ভিডিও ধারণ বা লাইভ সম্প্রচার করতে পারবেন না। ফলে উপস্থিত মিডিয়া কর্মীরা বাধ্য হয়ে স্থান ত্যাগ করেন।

এদিকে তথ্য সুত্রে জানা গেছে,তাফসিরকার জামায়াতের নেতা আমির হামজা বক্তব্যের এক পর্যায়ে বলেন কোন কোন দল মনোনয়ন বিক্রি করছে। এসময় স্থানীয় বিএনপি’র নেতৃবৃন্দ তার বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানান।

এসময় জামায়াতের নেতৃবৃন্দ বলেন, আমাদের নেতা আমির হামজা কোনো দলের নাম নিয়ে কিছু বলেন নি, তাহলে আপনাদের গায়ে বাধছে কেন। এসময় জামায়াতের নেতাকর্মীদের সাথে বিএনপি নেতাকর্মীদের কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে তাদের দলের সিনিয়র নেতাদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

এবিষয়ে আলমডাঙ্গা উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, মুফতি আমির হামজার বক্তব্য স্যোসাল মিডিয়ায় দেবার বিষয়ে কেন্দ্রীয় ভাবে সতর্ক করেছে। কিন্তু সাংবাদিক (মিডিয়া) কর্মীদের ভিডিও নেবার নিষেধাজ্ঞা করাটা উপস্থাপক তিনি মনগড়া ভাবে বলেছেন। এবিষয়ে অবশ্যই নিন্দনীয়। তিনি ঘটনায় দুঃখ ও নিন্দা জানান। তবে মুফতি আমির হামজার মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তা সম্ভব হয়নি।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাংবাদিক মহল ও সামাজিক পরিমণ্ডলে শুরু হয়েছে ব্যাপক সমালোচনা। স্থানীয় সংবাদকর্মীরা প্রশ্ন তুলেছেন, একটি ধর্মীয় মাহফিলে সাংবাদিক নিষিদ্ধ করার অর্থ কী? সেখানে এমন কী বলা হচ্ছিল যা জনসমক্ষে আনা যাবে না? আয়োজকদের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। তবে স্থানীয় সূত্রের দাবি, রাজনৈতিক বক্তব্য বা নির্বাচনী ইঙ্গিত এড়াতেই হয়তো এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

তথ্য অনুযায়ী, মুফতি আমীর হামজা গত মে মাসে কুষ্টিয়া জেলা জামায়াতের এক সভায় কুষ্টিয়া-৩ আসনে দলের সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পান। যদিও তিনি জামায়াতের কেন্দ্রীয় কোনো পদে নেই, তবে দলের ওলামা শাখায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত বলে জানা গেছে।

ধর্মীয় বক্তা হিসেবে মুফতি আমীর হামজা দীর্ঘদিন ধরে পরিচিত। তার তাফসিরে ইসলামি মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও সামাজিক সংস্কার নিয়ে আলোচনা থাকলেও— সাম্প্রতিক সময়ে তার বক্তব্যে রাজনৈতিক ইঙ্গিত রয়েছে কি না, তা নিয়েও আলোচনা চলছে।

আলমডাঙ্গায় ২য় বিয়ের ৮ দিনের মাথায় তরুণীর বিষপানে আত্মহত্যা

প্রথম বিয়ে টিকেছিল মাত্র দু’দিন। বিচ্ছেদের শোক কাটিয়ে ফের বিয়ের পিঁড়িতে বসেন ১৭ বছর বয়সি তরুণী মীম আক্তার। সেখানেও সংসার করা হলো না তার। বিয়ের চারদিন পর স্বামীর বাড়ি থেকে বেড়াতে আসেন বাবার বাড়ি। তবে মেহেদির রং শুকানোর আগেই খুঁজে নেন আত্মহননের পথ। বিয়ের মাত্র আটদিনের মাথায় বিষপানে আত্মহত্যা করেন তিনি।

ঘটনাটি ঘটেছে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার জামজামি ইউনিয়নের বেগুয়ারখাল গ্রামে। মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) দুপুরে নিজের বাবার বাড়িতে বিষপানে ওই নববধূ মৃত্যু হয়।

নিহত নববধূ বেগুয়ারখাল গ্রামের উমিদ আলীর মেয়ে।

নিহত মীম আক্তারের ভাই সাব্বির হোসেন জানায়, গত ৮ দিন আগে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বলিয়ারপুর গ্রামে আব্দুর রশিদের ছেলে সাকিবের সাথে বিয়ে হয় মীমের। আর চারদিন আগে স্বামীসহ আমাদের বাড়িতে আসে সে। বাড়িতে এসে স্বামীর সাথে হাসিখুশি ভাবেই ছিল। কী কারণে বিষ খেয়েছে তা আমরা কেউ জানি না।

মীমের স্বামীর ভাই সাইফুল জানান, মীমের আগে অন্য একজায়গায় বিয়ে হয়েছিল। সেটা জেনেই তার ভাইয়ের সাথে বিয়ে দেন তারা। বিয়ের পর তারা হাসিখুশিভাবেই চলাফেরা করছিল। মীমের ব্যবহারে কোনো কিছু মনে হয়নি। গত ৪ দিন আগে মীম তার পিতার বাড়িতে এসেছে। কী কারণে বিষপান করেছে সে বিষয়ে আমরা কিছু জানি না।

নিহতের মা রত্না খাতুন বলেন, মেয়ের একটু মানসিক সমস্যা ছিল। আগেও একবার বিয়ে দিয়েছিলাম, তখনও দুইদিনের মধ্যেই তালাক হয়। এবারও কোনো ঝামেলা ছিল না। আমার ছেলে মীমের স্বামী সাকিবকে নিয়ে মার্কেটে গিয়েছিল। বাড়িতে মীম একাই ছিল। কখন যে মীম বিষপান করেছে কেউ জানেনা।

তিনি আরও বলেন, সে বিষপান করেছে জানতে পেরে তাকে দ্রুত উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে মারা যায় মীম।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ মুহাম্মদ মাসুদুর রহমান পিপিএম বলেন, রাত ১২টার দিকে খবর পেয়ে ওসমানপুর পুলিশ ক্যাম্পের এসআই আলমগীর হোসেনকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। সুরতহাল রিপোর্ট শেষে মরদেহ উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হয়েছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।

দামুড়হুদায় মহিলা দলের কর্মীসভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের উদ্যোগে এক কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বিকেল ৪টার দিকে ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে তারিনীপুর গ্রামের ঈদগাহ মাঠ প্রাঙ্গণে এই কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ। প্রধান বক্তা ছিলেন হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউসুফ আলী।

হাউলী ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি শমসের আলীর সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি সলেমান মল্লিক।

প্রধান অতিথি আব্দুল ওয়াহেদ বলেন, আগামী জাতীয় নির্বাচন হচ্ছে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম। দেশের জনগণ আজ পরিবর্তন চায়, তাই প্রতিটি নেতাকর্মীকে ঐক্যবদ্ধ থেকে কাজ করতে হবে।

প্রধান বক্তা ইউসুফ আলী বলেন, এই কর্মীসভা আমাদের নারীদের সংগঠিত হওয়ার প্রেরণা দিচ্ছে। ঘরে ঘরে বিএনপির বার্তা পৌঁছে দিতে মহিলা দলের নেত্রীদের ভূমিকা এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচনকে সামনে রেখে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণই হবে আন্দোলনের শক্তি। বিশেষ অতিথি সলেমান মল্লিক বলেন, আমরা আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের নেতৃত্বে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করব। নারী সমাজই হবে এই আন্দোলনের অগ্রদূত।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নাফিজ আক্তার সিদ্দিকী, সাংগঠনিক সম্পাদক মালেক রুস্তম, উপজেলা বিএনপির সদস্য ওহেদুজ্জামান, হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক কামরুজ্জামান, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক রকিবুল হাসান তোতা, ৩নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আবু হাসান, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক, মহিলা দলের নেত্রী রাবেয়া, শিউলী, খোদেজা বেগম, আরিছন, পরিছন, হাউলী ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক আশাদুল হক, জেলা ছাত্রদলের পাঠাগার সম্পাদক

আরিফুল ইসলাম, হাউলী ইউনিয়ন ছাত্রদলের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক রকিবুল ইসলাম রকি, ৪নং ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি রুবেল হোসেন ও সাংগঠনিক সম্পাদক আমিনুল ইসলাম।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির যুবদল নেতা শাহাজাহান আলী, তরিকুল ইসলাম রানা, বখতিয়ার হোসেন, সাজেদুল ইসলাম, আশান আলীসহ স্থানীয় বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

আলমডাঙ্গায় লাটাহাম্বারের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

আলমডাঙ্গা উপজেলায় আটা বোঝাই লাটাহাম্বার সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় এক শিশুসহ আরও দুইজন আহত হন।

গতকাল সোমবার আনুমানিক দুপুর ১২টার সময় আলমডাঙ্গা থানাধীন মুন্সিগঞ্জ ব্রিজ মোড়ে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কুষ্টিয়া থেকে চুয়াডাঙ্গা সদরগামী একটি মোটরসাইকেল মুন্সিগঞ্জ খুদিয়াখালি মোড়ে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা আটা বোঝাই একটি লাটাহাম্বার সঙ্গে সেটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই ছিল যে মোটরসাইকেলটি দুমড়েমুচড়ে যায় এবং এর চালক ও আরোহী গুরুতর আহত হন।

দূর্ঘটনার পরেই লাটাহাম্বার চালক পালিয়ে যায়। দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পাঠান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক মোটরসাইকেল চালক ইকতার আলী (৪০)-কে মৃত ঘোষণা করেন। নিহত ইকতার আলী কুষ্টিয়ার মিরপুর থানার পোড়াদাহ চিতলিয়া গ্রামের পিয়ার আলীর ছেলে। বর্তমানে তাঁর মরদেহ সদর হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে মোটরসাইকেল আরোহী শিশু জামিলা খাতুন (১১)। সে একই উপজেলার পয়ারী গ্রামের মোঃ জয়নালের মেয়ে।

এদিকে, জামিলা খাতুনের মা সাগরি খাতুন (২৯) মেয়ের দুর্ঘটনার খবর শুনে অপর একটি মোটরসাইকেলযোগে ঘটনাস্থলের দিকে আসার পথে মেয়ের অবস্থা দেখে মানসিক ধাক্কায় পড়ে গিয়ে সামান্য আঘাত পান।

আলমডাঙ্গা ডাচ-বাংলা এজেন্ট ব্যাংকিং এর সচেতনতা ক্যাম্পেইন

আলমডাঙ্গায় ডাচ-বাংলা ব্যাংক এজেন্ট ব্যাংকিং-এর গ্রাহক সচেতনতা ক্যাম্পেইন ও র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। গ্রামীণ জনগণের মাঝে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দিতে ডাচ-বাংলা ব্যাংকের অনন্য উদ্যোগে এই ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলায় সকাল ৯টায় শুভ উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে এ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। উদ্বোধন করেন, জনাব মুহাম্মদ তারেক সালাউদ্দিন, রিজিওনাল হেড, এজেন্ট ব্যাংকিং ডিভিশন, কুষ্টিয়া অঞ্চল।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, ডাচ-বাংলা এজেন্ট ব্যাংক কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গা জেলার সিনিয়র এরিয়া ম্যানেজার মোঃ সুলাইমান হোসেন, আলমডাঙ্গা ডাচ-বাংলা এজেন্ট ব্যাংকিং এর পরিচালক আমিরুল ইসলাম মন্টু, উপজেলা এলাকার বিভিন্ন এজেন্ট ব্যাংকিং প্রতিনিধিবৃন্দ ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

উদ্বোধনের পরপরই সুসজ্জিত মোটরসাইকেল বহরের মাধ্যমে একটি র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি আলমডাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম, বাজার ও জনবহুল এলাকায় ঘুরে বেড়ায়। র্যালির সঙ্গে মাইক ও ব্যানারের মাধ্যমে প্রচার করা হয় “ডাচ-বাংলা ব্যাংক এজেন্ট ব্যাংকিং—গ্রামেগঞ্জে নিরাপদ ব্যাংকিং সেবা ” এই প্রতিপাদ্য বিষয় সামনে রেখে।

নিরাপদ লেনদেনের প্রতি আস্থা বৃদ্ধি করা দিনব্যাপী এই কর্মসূচি

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রাম ও বাজারসমূহে পরিচালিত হয়। মুন্সিগঞ্জ বাজার, বড়গাংনী বাজার, আসমানখালী বাজার, ভাংবাড়িয়া বাজার, হাটবোয়ালিয়া বাজার, ওসমানপুর বাজার, আলমডাঙ্গা বাজার। হাটবোয়ালিয়া বাজারে কার্যক্রমে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন স্থানীয় ডাচ-বাংলা ব্যাংক এজেন্ট ব্যাংক মালিক মোঃ হাফিজুর রহমান।